জাতীয় মুসক সপ্তাহ উপলক্ষে ইক্যুইটিবিডি'র অবস্থানপত্র

মুসক নয় বরং রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে মুসক (মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট) একটি নিবর্তনমুলক (Regressive) কর ব্যবস্থা এবং সরকার বিগত তিন বছর ধরে এই মুসকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় মুসক দিবস ও মুসক সপ্তাহ পালন করে আসছে এবং এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ জুলাই ২০১৩ তারিখে জাতীয় মুসক দিবস পালন করে এবং ১০-১৬ই জুলাই পর্যন্ত মুসক সপ্তাহ পালন করছে। **"দেশের চাকা রাখতে সচল মুসক দিব আমরা সকল"** এই মুল শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় মুসক দিবস ও মুসক সপ্তাহ পালনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণের মধ্যে ভ্যাট বিষয়ে সচেতনতা (?) বৃদ্ধি করা এবং ভ্যাট বা মুসক প্রদানে জনগনকে উৎসাহিত করা। মুসক সপ্তাহের আজকে শেষ দিবস, এবং এই দিনকে কেন্দ্র করে হয়ত সরকার গত তার গত এক সপ্তাহের কর্মকান্ড ও সাফল্য তুলে ধরার চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই মুসকের গুণগান গাইবেন। কিন্তু আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আরও একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই, যেটা সরকার আসলে বলেননি অথবা বলার চেষ্টাও করেননি। সেটা হচ্ছে, আমাদের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজস্ব আদায়ে তথাকথিত গতিশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মুসকের আগ্রাসন এবং দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার উপর' এর নেতিবাচক প্রভাব সমুহ।

আপনারা অবশ্যই এটা জানেন যে, পরোক্ষ কর সবসময়ই নেতিবাচক এবং এর প্রভাব মুলত দরিদ্র শ্রেণীকেই বহন করতে হয়। তাছাড়া বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ভ্যাট চর্চা করা হলেও এটা রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস নয় বরং আজকে যে সকল দেশ উন্নত হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে (মালেশিয়া, দঃ আফ্রিকা চীন, সিঙ্গাপুর) এবং যে সকল দেশ ধনীদের তালিকায় আছে সে গুলোরও রাজস্ব আয়ের প্রধান কৌশল হচ্ছে আয়কর আদায়ের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং তা ধরে রাখা। আপনারা জানেন, সম্প্রতি IMF 'র পরামর্শে সরকার নতুন ভ্যাট আইন সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন যা ২০১৫ সাল থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মুসকের মাধ্যমেই কি রাজস্ব আদায় গতিশীলতা সম্ভব? এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের বক্তব্য আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই;

ভ্যাট জনগণ ফাঁকি দেয় না, ভ্যাট ফাঁকি দেয় কার্পোরোট ও কোম্পানিসমুহ

ভ্যাট হচ্ছে এমন একটি কর যা পণ্য ক্রয়ের সকল স্তরে নতুন করে ঐ পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি করে এবং সেই মুল্য বৃদ্ধির চূড়ান্ত ভার মুলত ক্রেতাকেই বহন করতে হয় সুতরাং ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করে সে তার সমস্ত ভ্যাট পরিশোধ করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যারা এই ভ্যাট সংগ্রহ করছে সেই কর্পোরেট শ্রেণী এবং কেম্পানিসমুহ জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ভ্যাট সরকারের কোষাগারে জমা না দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং করে যাচ্ছে। সুতরাং মুসক বিষয়ে জনগণকে ধারণা দেওয়া এবং তা প্রদানে উৎসাহিত করার স্লোগান **"দেশের চাকা রাখতে সচল মুসক দিব আমরা সকল"** আসলে জনগণের সাথে প্রতারণার মত সুতরাং আমরা নাগরিক সমাজ মনে করি **সরকার বর্তমানে জনগণের কাছ থেকে যে পরিমাণ মুসক আদায় করছে তা সঠিকভাবে সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে কিনা তা দেখতে সচেষ্ট হওয়াই অধিকতর কার্যকর হতে পারে।** আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে সরকার চলতি বছর (গত ১০ই জুলাই ২০১৩) দেশের ২১টি কোম্পানিকে সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং জাতীয় পুরষ্কার দিয়েছে । এর মধ্যে কৈলাশটিলা গ্যাস এবং কাসেম ড্রাই-সেল ব্যাটারী সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী হিসাবে পুরষ্কার পেয়েছে। কিন্তু দুখঃজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশে সেবাখাতে সর্বোচ্চ মুনাফাকারী কোম্পানি ইউনিলিভার ও প্রক্টর এড গ্যাম্বলসহ অনেক বহুজাতিক কোম্পানিই এই ২১টি ভ্যাট প্রদানকারী তালিকার মধ্যে নেই। কেন নেই? কারণ এসকল বহুজাতিক কেম্পানিসমুহ দেশের জনগোষ্ঠী থেকে সংগ্রহকৃত ভ্যাট সরকারের কোষাগারে জমা না দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ফাঁকি দিচ্ছে যার ফলে রাষ্ট্র ন্যায্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

জটিল মুসক আইনের সুযোগে বহুজাতিক কোম্পানিসমুহের অর্থ পাচারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে

মুসক বা ভ্যাট সংক্রান্ত যে সকল আইন আমাদের দেশে সম্প্রতি করা হয়েছে তা মুলত IMF 'র পরামর্শে। IMF 'র এই পরামর্শ আসলে বাংলাদেশের মত উন্নয়ণশীল দেশগুলোর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেওয়া হয় না, বরং জটিল ভ্যাট আইনের দুর্বলতার সুযোগে আমদানী কর হ্রাস করে এসব দেশকে কিভাবে বহুজাতিক কর্পোরেটগুলোর বাজারে পরিণত করা যায় এটাই IMF 'র মুল উদ্দেশ্য। যে কারণে IMF একটি দেশের রাজস্ব আদায়ে কর্পোরেট কর বৃদ্ধির কোন পরামর্শও সরকারকে দেয় না, পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে কিভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কেও কোন কথাও বলে না। IMF 'র এই পরামর্শের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জটিল ভ্যাট আইনের চর্চা করতে হয়, যার সুযোগ নেই বহুজাতিক কোম্পনীসমূহ এবং দেশে দুর্নীতি করার সুযোগ পায়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কালো অর্থনীতির চর্চা এবং অর্থ পাচারের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে কালো অর্থনীতির পরিমাণ ২০% থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন (প্রকাশিত সারসংক্ষেপ, প্রথম আলো ১৬ অক্টোবর'২০১১) অনুসারে এর পরিমাণ প্রায় ৮৭%।

বাংলাদেশের বর্তমান মুসক হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের চাইতে বেশি

সরকার রাজস্ব ব্যবস্থায় আয়কর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে IMF 'র পরামর্শে মুসকের উপর অধিক নির্ভরশীলতা তৈরি করছে বলে আমরা মনে করছি। দেশে বর্তমানে ২% থেকে শুরু করে ১৫% পর্যন্ত কয়েকটি স্তরে ভ্যাট প্রচলণ রয়েছে। নতুন ভ্যাট আইনে একক কর হার (১৫%) প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ারও আশংকা রয়েছে। আমাদের দেশে পণ্যের উৎপাদন, বিক্রি, আমদানী, পাইকারী এবং খুচরা পর্যায়ে প্রস্তাবিত ভ্যাটের হার বিদ্যমান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন সিঙ্গাপুরে এই হার সর্বোচ্চ ৫%, থাইল্যান্ডে ৭%, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, লেবানন, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০%, নিউজিল্যান্ডে ১২% এবং নেপালে ১৩% পর্যন্ত বিভিন্ন হারে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে। প্রতিটি দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যসমুহ করমুক্ত রাখা হলেও বাংলাদেশে এই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। IMF 'র পরামর্শে বাংলাদেশের সরকার চাল, ডাল, তেল সহ সকল দরিদ্র মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের উপর ভ্যাট আরোপ করার প্রস্তাব করেছে। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে সরকার উপজেলা পর্যন্ত ভ্যাট সম্প্রসারণ করতে পারবে। উপজেলা পর্যন্ত ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারিত হলে তা নিঃসন্দেহে দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রায় আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

IMF'র পরামর্শে প্রণীত ও প্রয়োগকৃত ভ্যাট উন্নয়নশীল দেশসমুহে রাজস্ব আদায়ে ভাল ফল দেয় নাই

একটি দেশের রাজস্ব আদায়ের কার্যকর কৌশল কী হতে পারে তা নির্ভর করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এবং এটা IMF এর তথাকথিত নীতি-পরামর্শের বিষয় নয়। কারণ রাজস্ব আদায়ে IMF 'র পরামর্শ কোন দেশেরও বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় না, বরং এটা অনেক ক্ষেত্রেই তাত্বিক (One size fits all অর্থাৎ একই নীতি সকল দেশের জন্য) যেখানে রাজস্ব আদায়ে IMF শুধু ভ্যাট অনুশীলন করার পরামর্শ দেয় যে কারণে

ভ্যাটের মাধ্যমে ওগঋ কর-রাজস্ব বৃদ্ধির কথা বললেও ভ্যাট প্রয়োগের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাংখিত রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেনি। IMF 'র পরামর্শে সাব-সাহারান আফ্রিকার ১৮টি দেশে ভ্যাট অনুশীলন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসকল দেশে কর-জিডিপি অনুপাত কমপক্ষে ১৫-১৮% এ উন্নিত হবে। কিন্তু এক দশক পরে (২০০৬ সালে) এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে, এসকল দেশের কর-রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পায়নি বরং অনেক পেছনে রয়েছে।

সর্বোপরি, মুসক একটি বৈষম্যমুলক করনীতি এবং এটা দেশে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি করছে

আগেই বলা হয়েছে যে, ভ্যাট হচ্ছে এমন একটি কর যা পণ্য ক্রয়ের সকল স্তরে নতুন করে মুল্য বৃদ্ধি করে এবং সেই মুল্য বৃদ্ধির চুড়ান্ত ভার ক্রেতাকেই বহন করতে হয় সুতরাং ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করে সে তার সমস্ত ভ্যাট পরিশোধ করে। ভ্যাট যেহেতু ভোগ্যপণ্যের উপর আরোপ করা হয় এবং বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র এবং ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ ৭০-৮০% সেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ভ্যাট প্রদানের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রকৃত আয় হ্রাসের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশে ভ্যাট প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বন্টন জনিত প্রভাব (ভ্যাটের ফলে আয় এবং মুল্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে) বিবেচনা করা হয় না, ফলে বৈষম্যমুলক ভ্যাট অনুশীলনের কারণে এ সকল দেশে জীবনযাত্রার খরচ বাড়ছে এবং দরিদ্রতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফিলিপাইনেও ভ্যাট সংস্কার অনুশীলন এবং এর বন্টন প্রভাবের উপর IMF 'র নিজস্ব এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ভ্যাটের ফলে দরিদ্র মানুষের আয়ের পরিমাণ প্রকৃতভাবে ২.৫% হ্রাস পেয়েছে।

উপরোক্ত বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে আমরা সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমুহ রাখতে চাই

রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের (আয়কর এবং কর্পোরেট কর) আওতা বৃদ্ধি করতে হবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেশে ২২,৩১২ কোটিপতির মধ্যে এক লক্ষ টাকার উপরে কর দেয় এমন করদাতার সংখ্যা মাত্র ১,০০০। এই চিত্র থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ কর কিভাবে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং এর পরিমাণ কত বিশাল। সুতরাং রাজস্ব আদায়ে গতি সঞ্চার করতে হলে কর ফাঁকি দেওয়ার এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের অবদান খুবই কম (মাত্র ২৫%), অথচ অন্যান্য উন্নয়শীল দেশে এই হার বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশি। যেমন ভারতে ৩৩%, শ্রীলঙ্কায় ৩১.৩% এবং উন্নত ধনী দেশগুলোতে ৭০% এরও উপরে। সুতরাং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হলে প্রত্যক্ষ করের আওতা অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং সকল টিআইএনধারীকে করের আওতায় আনতে হবে।

জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সেবা সমুহের উপর কোনমুসক আরোপ নয়

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশেসমুহের জনগোষ্ঠীর আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয় জীবনযাত্রার খরচ মেটানোর জন্য, পক্ষান্তরে এ সকল দেশের ধনীক গোষ্ঠী আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ঘুষ-দুর্নীতি, অনৈতিক এবং করবহির্ভূত অর্জিত মুনাফা এবং এসকল অর্থের বেশির ভাগই ব্যয় হয় বিলাসী জীবন-যাপনে যেটা অর্থনীতিতে মুল্যস্ফীতি ঘটাতে সহায়তা করে। যে কারণে মুল্যস্ফীতি এবং ভ্যাট তথা পরোক্ষ করের দ্বি-মুখী চাপ সাধারণত দরিদ্র মানুষের উপরই নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং আমরা মনে করি, দরিদ্র মানুষকে এসকল নেতিবাচক অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারকেই ভূমিকা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাসমুহের উপর প্রস্তাবিত বর্ধিত মুসক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে।

মুসক প্রয়োগ করতে হবে জব-ঢ়ৎরপরহম এবং জব-ঢ়ৎরুরহম কৌশল বিবেচনা করে

দরিদ্র মানুষ তার সকল উপার্জন ব্যয় করে জীবনধারণের জন্য পক্ষান্তরে ধনীরা তাদের বিলাসী জীবনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। দরিদ্রদের কথা বিবেচনা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জীবনের জন্য অপরিহার্য পণ্যের উপর মুসক বা ভ্যাট এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে Re-pricing (মুসকের আওতা কম থাকবে এবং মুসকের হারও কম হবে) অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী কম মুল্যে জীবন ধারণ করতে পারে এবং Re-prizing করতে হবে যাতে করে ধনীদের থেকে অর্জিত কর রাজস্ব পুনরায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।

সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে হবে

প্রতি বছর আমাদের রাজস্ব আয় বাড়ছে, কিন্তু প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছি ফলে ঘাটতি বাজেটের কারণে আমরা ক্রমাগত দেশি ও বৈদেশিক ঋণভারে জর্জরিত হচ্ছি, যেটা আমাদের কাছে কাম্য নয়। সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থ যোগনের জন্য আমাদের কে সরকারী ব্যয় (বিশেষ করে যেসকল খাত অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসবহুল) কমাতে হবে।

কালো টাকার উপর শাস্তিমুলক কর আরোপ করতে হবে

সরকারের সমীক্ষা এবং অর্থমন্ত্রীর ভাষ্যেই এটা স্বীকার করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির একাট বিশাল অংশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই যা আসলে কালো অর্থনীতি বা Under Ground Economy। দুর্নীতির কারনে বাংলাদেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ৩৭% পরিচালিত হচ্ছে Under Ground Economy বা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। এর ফলে দেশে কালো টাকার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অর্থনৈতিক গতিশীলতার অন্তরায়। এসকল কালো টাকা কর ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে, তাহলে রাজস্ব আদায় কার্যকরভারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী গতিশীল হতে পারে। তবে কালো টাকা সাদা করতে হলে অবশ্যই এর উপর শাস্তিমুলক কর আরোপ করতে হবে, ফলে সরকারের প্রত্যক্ষ করের পরিমান বাড়বে পাশাপাশি কর ফাঁকির পরিমাণও কমে যাবে বলে মনে করি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

আয়োজক সংগঠনসুমহ:

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, ভয়েস, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,
ইমেইল: info@equitybd.org ওয়েব: www.equitybd.org